General Certificate of Education
Advanced Level Examination
June 2010

Bengali BENG2

Unit 2 Reading and Writing

Insert

Text to be used when answering Section 1

Text for use with **Section 1**

আসা-যাওয়ার সাক্ষী ব্রিক লেইন

পুব লন্ডনের ব্রিক লেইন এলাকায় এখন যাঁরা বাস করেন, তাঁদের বেশির ভাগের আদি নিবাস ছিলো বাংলাদেশে। কিন্তু এককালে এখানে বাস করতেন ফ্রান্স থেকে আসা একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাঁদের বলা হতো ইউগোনাটস। প্রধানত রেশমের ব্যবসা করতেন তাঁরা। তারপর আঠারো-উনিশ শতকে এই এলাকায় বাস করতে আরম্ভ করেন আইরিশরা। তাঁরা অনেকেই কাঠ দিয়ে জাহাজ তৈরির কাজ করতেন। তাঁতও বুনতেন অনেকে। তাঁদের পর উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে এখানে বাস করতে আরম্ভ করেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ইহুদীরা। এঁদের প্রধান ব্যবসা ছিলো কাপড়ের এবং পোশাক তৈরির। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মেনি বোমা ফেলে এই এলাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছিলো। তখন ইহুদীরা চলে যান লন্ডনের অন্য এলাকায়। নতুন বসতি স্থাপন করেন তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা বাঙালিরা। তাঁরা প্রথম দিকে ছোটোখাটো কাজ করতেন — পোশাকের দোকানে, রেস্টুরেন্টে।

পূর্ব বাংলা থেকে এ রকমের লোক আসা আরম্ভ হয় ১৯৩০-এর দশকে। তাঁরা আসতেন জাহাজের শ্রমিক হিসেবে। তাঁদের বলা হতো লস্কর। লস্কর মানে জাহাজের কর্মচারী। এই লস্কররা অনেকে এ দেশে এসে জাহাজ থেকে পালিয়ে এখানেই থেকে যেতেন। জীবিকার জন্যে তাঁরা অনেকে ইহুদীদের পোশাক তৈরির দোকানে সেলাইয়ের কাজ পেয়েছিলেন। তাঁরা সেলাই করতেন কল নয়, হাত দিয়ে। হাতের সেলাইয়ের কদর ছিলো বেশি। আশ্চর্যের বিষয়: এই লস্কররা আয়-উপার্জন করে সেই টাকা দিয়ে কাপড়ের দোকান না করে, বরং রেস্টুরেন্ট খুলতে আরম্ভ করেন। আশেক আলি এবং আয়না মিয়ার মতো দু-একজন পুব লন্ডনে দর্জির দোকান করলেও, তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রম।

একটি উপাসনালয়ের ইতিহাস থেকে সংক্ষেপে ব্রিক লেইনের ইতিহাস জানা যায়। ১৭৪২ সালে যা ছিলো ইউগোনাটসদের উপাসনালয়, তা-ই ১৮০৯ সালে পরিণত হয় ইহুদীদের চ্যাপেলে। দশ বছর পরে সেটি হলো একটি মেথডিস্ট চার্চ। কিন্তু প্রায় নব্বুই বছর পরে ১৮৯৮ সালে তাকে পরিণত করা হয় ইহুদীদের সিনাগগে। তারপর ব্রিক লেইন থেকে ইহুদীরা সরে গেলে এবং সেখানে বাঙালিরা বসতি স্থাপন করলে ১৯৭৬ সালে সেই একই উপাসনালয়ের নাম হয় লন্ডন জামে মসজিদ।

মোট কথা, ব্রিক লেইনের গত চার শো বছরের ইতিহাস আলোচনা করতে দেখা যায় যে, সেখানে এক-এক সময়ে এক-একটা জাতি এসে বসতি স্থাপন করেছেন। এই সব সম্প্রদায়ের লোকেরা এক-একটা বিশেষ পেশা বেছে নিয়েছেন। যেমন, বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা গত ৮০ বছরে রেস্টুরেন্টের ব্যবসা গড়ে তুলেছেন। এই ব্যবসা ব্রিটেনের অর্থনীতিতে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশী এবং রেস্টুরেন্টের ব্যবসা — এই কথা দুটি একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে।

Copyright © 2010 AQA and its licensors. All rights reserved.